পলিসি ব্রিফ
#১১২/ ২০২২
ফেব্রুয়ারি ২০২২

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সুষ্ঠু, অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের করণীয়

সুশাসন ও শুদ্ধাচার গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত, যার অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে সুষ্ঠু, অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন। এ ধরনের নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে নির্বাচন কমিশনের ওপর সাংবিধানিকভাবে কেন্দ্রীয় ভূমিকা অর্পিত হয়েছে। জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন ও জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচন, যার প্রধান দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব সাংবিধানিক-ভাবে নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত থাকলেও অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকাও এ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ। এসব অংশীজনের মধ্যে রয়েছে প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী বাহিনীসহ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ, ক্ষমতাসীন ও বিরোধী রাজনৈতিক দল/ জোট, প্রার্থী, নাগরিক সমাজ, সংবাদ-মাধ্যম ও নির্বাচন পর্যবেক্ষক।

২০০৭ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) নির্বাচন কমিশন ও বিভিন্ন নির্বাচন প্রক্রিয়ার ওপর গবেষণা করে আসছে। এসব গবেষণায় দেখা যায় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভের জন্য রাজনৈতিক দল ও তাদের মনোনীত প্রার্থীদের আইন-বহির্ভূত উপায়ের আশ্রয় নেওয়া এবং নির্বাচনী আইন ও আচরণবিধি বিভিন্ন পর্যায়ে লঙ্ঘনের প্রবণতা রয়েছে। এছাড়া গত দুই নির্বাচন কমিশনের অধীনে অনুষ্ঠিত বেশিরভাগ জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের একচ্ছত্র আধিপত্য ও প্রভাব এবং নির্বাচন কমিশনের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার কারণে ক্রমাগতভাবে জনগণের মধ্যে নির্বাচনের প্রতি অনীহা তৈরি হয়েছে, যার প্রতিফলন দেখা যায় ভোটার উপস্থিতির হার উল্লেখযোগ্যভাবে নিম্নমুখী হওয়ার মধ্যে।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে টিআইবি'র গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে নির্বাচন কমিশনের সামনে যেসব চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা যায় সেগুলো নিম্নরূপ:

নির্বাচন সবার জন্য অংশগ্রহণমূলক করা:

গত নির্বাচন কমিশনগুলোর কিছু বিতর্কিত কার্যক্রম ও উদ্যোগের ফলে কমিশনের ওপর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের আস্থা অর্জন একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান কমিশনের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য স্থানীয় ও পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনে প্রধান সবগুলো রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ এবং একইসাথে ভোটারদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ।

নির্বাচনে সবার জন্য সমান ক্ষেত্র নিশ্চিত করা:

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর প্রেক্ষিতে ক্ষমতাসীন মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যগণ পদত্যাগ না করেই নির্বাচনে যাওয়ার সুযোগ গ্রহণ করলে অন্যান্য প্রার্থীদের সাথে তাদের প্রতিযোগিতার সমান ক্ষেত্র নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। কমিশনের নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধি সত্ত্বেও নির্বাচন পরিচালনায় প্রশাসনের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। প্রশাসনে ব্যাপক দলীয়করণের ফলে নির্বাচন পরিচালনায় দলীয় প্রভাবের আশংকা রয়েছে। এছাড়া আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা, নির্বাচনী প্রচারণায় কালোটাকা ও পেশীশক্তির প্রভাব নিয়ন্ত্রণ এবং আচরণ বিধি লঙ্ঘন রোধে কমিশন কর্তৃক কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করা, এবং নির্বাচনে অর্থের প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করা অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা:

গত কয়েক বছরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যায়। এর ফলে কয়েকটি নির্বাচন ছাড়া সবগুলো নির্বাচনেই ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন যেখানে ভোটের হার ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে নিম্নমুখী। প্রায় প্রতিটি নির্বাচনেই বিরোধীদলীয় প্রার্থী ও তাদের কর্মীদের ব্যাপক হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হতে হয়, ফলে নির্বাচন কার্যত একপাক্ষিক হয়ে পড়ে এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে কমিশন ব্যর্থ হয়। এমনকি কমিশন ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচন বাতিল করার মতো দৃঢ় সিদ্ধান্তও নিতে পারেনি, বরং নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ হয়েছে বলে দাবি করেছে। নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং নির্ধারিত সীমার বাইরে নির্বাচনী ব্যয় রোধ করা কমিশনের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা:

বিগত নির্বাচন কমিশন তাদের কার্যক্রম বিশেষকরে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে দেখা যায়। নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য এবং নির্বাচন-পরবর্তী তথ্য-উপাত্ত প্রকাশ করা হয়নি।

নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি নিশ্চিত করা:

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের প্রবণতা লক্ষণীয়। বিভিন্ন ধরনের লঙ্ঘনের সাথে সাথে প্রচারণার জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আসনপ্রতি নির্ধারিত ব্যয়সীমার চেয়ে বেশি ব্যয় করেন প্রার্থীরা, এবং এর ফলে সম্ভাব্য আইনপ্রণেতাদের মধ্যে আইন মেনে চলার ক্ষেত্রে অনীহা দৃশ্যমান হয়েছে। বিগত নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী অনিয়ম ও আচরণ বিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে বিশেষকরে সরকারি দলের প্রার্থী ও নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার উদাহরণ তৈরি করতে পারেনি।

আইনি সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণ:

বিভিন্ন আইনি সংস্কারের জন্য সরকারের ওপর নির্ভর করতে হয় নির্বাচন কমিশনকে। ফলে বিভিন্ন আইনি সীমাবদ্ধতা, যেমন নির্বাচনের সময় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে পর্যাপ্ত ভূমিকা না থাকা, নির্বাচনী প্রচারণার আওতা ও শুরুর সময় নির্ধারিত না থাকা, নির্বাচনী ব্যয় নিরীক্ষা করার পদ্ধতির প্রচলন না থাকা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে আইনি সংস্কার কমিশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনকালীন সরকারের ধরন ও কাঠামো কী হবে সেটি নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ কারণ এটি ইতিমধ্যে প্রমাণিত যে স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হওয়া সরকারের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।

সুপারিশ

নির্বাচন কমিশন ও বিভিন্ন নির্বাচনের ওপর সম্পন্ন গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে নির্বাচন কমিশনের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের জন্য টিআইবি'র পক্ষ থেকে নিচের সুপারিশ প্রস্তাব করা হচ্ছে।

সুপারিশ

১. **আইনি সংস্কার:** নির্বাচনী আইনের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা দূর করতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে, এবং এর জন্য সরকারের কাছে জোরালো দাবি জানাতে হবে:

- নির্বাচনকালীন সময়ে সরকারের নিরপেক্ষ ও স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত ভূমিকা নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট আইনের সংস্কার করা। ক্ষমতাসীন মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যগণ পদত্যাগ না করেই নির্বাচনে যাওয়ার সুযোগ গ্রহণ করলে অন্যান্য প্রার্থীদের সাথে তাদের প্রতিযোগিতার সমান ক্ষেত্র নিশ্চিত করা সম্ভব নয় বিধায় প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- নির্বাচনকালীন সরকারের এখতিয়ার, দায়িত্ব, গঠন ও আচরণ সম্পর্কে সকল অংশীজনের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- নির্বাচনকালীন সময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্বরাষ্ট্র, জনপ্রশাসন, স্থানীয় সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পদায়ন ও বদলির ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতামূলক করা;
- নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরবর্তী তিনমাস পর্যন্ত নির্বাচনকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরকে (যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে) কমিশনের অধীনে রাখা;
- স্থানীয় কমিটির মনোনয়নকৃত প্রার্থীদের মধ্য থেকেই মনোনয়ন দান বাধ্যতামূলক করা;
- প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন যাচাই-বাছাই বাধ্যতামূলক করা;
- রাজনৈতিক দলের আর্থিক বিবরণী প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা;
- আচরণ বিধি লঙ্ঘন সংক্রান্ত শাস্তির ক্ষেত্রে আইনে সব ধরনের অসামঞ্জস্যতা দূর করা;
- নির্বাচনী ট্রাইবুনালের অধীনে অভিযোগ দায়ের করার পরবর্তী ছয়মাসের মধ্যে আপিলসহ অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা;
- রাজনৈতিক দল ও জাতীয় নির্বাচনে নারী, সংখ্যালঘু ও প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য প্রযোজ্য আইন সংশোধনের মাধ্যমে সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা;
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন নির্দলীয় করা।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ

নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একগুচ্ছ আইন সংশোধনী প্রস্তাব প্রণয়ন করে তা আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় সংসদের কাছে উপস্থাপন করবে এবং তা সংসদে অনুমোদনের জন্য অধিপরামর্শ কার্যক্রম গ্রহণ করবে

সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
২. **সকল অংশীজনের আস্থা অর্জন:** রাজনৈতিক দলসহ সংশ্লিষ্ট সকলের, বিশেষকরে ভোটারদের আস্থা অর্জন করার জন্য নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রমে নিম্নে উল্লিখিত উদ্যোগের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা প্রমাণ করতে হবে। ■ নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সক্রিয় উদ্যোগ নেওয়া; এক্ষেত্রে নির্বাচনকালীন সরকারের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে আলোচনায় অংশগ্রহণের সুনির্দিষ্ট অ্যাজেন্ডাসহ আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করা; ■ নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা খর্ব হয় এমন কোনো বিতর্কিত উদ্যোগ না নেওয়া, বরং শক্তিশালী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা; ■ দলীয় প্রভাবমুক্ত হয়ে সৎসাহসের সাথে যথাযথভাবে নির্বাচনী আইন ও বিধির প্রয়োগ নিশ্চিত করা।	নির্বাচন কমিশন, সরকার, রাজনৈতিক দল
৩. **সবার জন্য সমান ক্ষেত্র নিশ্চিত করা:** নির্বাচনী আচরণ বিধিমালা সংশোধনের মাধ্যমে নির্বাচনে সবার জন্য সমান ক্ষেত্র (লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড) নিশ্চিত করতে হবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য: ■ সবার জন্য সমান ক্ষেত্র নিশ্চিতে নির্বাচন-পূর্ববর্তী অন্তত ছয়মাস এবং নির্বাচনের পরবর্তী অন্তত তিন মাসের জন্য নির্বাচনী অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক পরিবেশ পরিবীক্ষণ করা এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহায়তায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা; ■ সব দলের সভা-সমাবেশ করার সমান সুযোগ নিশ্চিত করা; ■ প্রতিপক্ষের নেতা-কর্মীদের দমন-পীড়ন প্রতিরোধ ও প্রতিকারে কঠোরভাবে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করা; ■ সব দল ও প্রার্থীর প্রচারণার সমান সুযোগ নিশ্চিত করা; ■ সব দলের প্রার্থী ও নেতা-কর্মীদের নিরাপত্তা সমানভাবে নিশ্চিত করা।	নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনকালীন সরকার
৪. **নির্বাচন কমিশনের নিয়মিত কার্যক্রম সম্পন্ন করা:** নির্বাচন কমিশনের নিয়মত কার্যক্রম, যেমন ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা, নির্বাচনী আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা ইত্যাদি আইন অনুসরণ করে প্রভাবমুক্ত হয়ে পেশাদারিত্বের সাথে অব্যাহত রাখতে হবে। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কমিশনের সাফল্য ও ব্যর্থতার নিরিখে বর্তমান কমিশনের কৌশলপত্র ও কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার বাস্তবায়নে উদ্যোগ নিতে হবে।	নির্বাচন কমিশন
৫. **তথ্য প্রকাশ:** নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে অধিকতর স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে বর্তমানে প্রকাশিত তথ্যের পাশাপাশি যেসব তথ্য নির্বাচন কমিশনকে প্রকাশ করতে হবে তার মধ্যে রয়েছে: ■ রাজনৈতিক দলের বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন; ■ নির্বাচনের সার্বিক তথ্য (পুনর্নির্ধারিত নির্বাচনী আসনের ভোটারসংখ্যাসহ তালিকা, কেন্দ্রভিত্তিক ভোট-সংক্রান্ত তথ্য, নির্বাচনী মামলা সংক্রান্ত তথ্য ইত্যাদি); ■ নির্বাচন কমিশনের আয়োজিত সকল অংশীজনের সাথে সংলাপের ফলাফল বা প্রতিবেদন; ■ নির্বাচন কমিশন বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর মনিটরিং ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন; এবং ■ নির্বাচন কমিশনের বিস্তারিত বাজেট, বার্ষিক নিরীক্ষাকৃত আর্থিক বিবরণীসহ সকল দলিল।	নির্বাচন কমিশন
৬. **আচরণ বিধি লঙ্ঘনের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ:** জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সহিংসতা ও বলপ্রয়োগসহ নির্বাচনী আচরণ বিধির বহুমুখী লঙ্ঘনের যেসব অভিযোগ উত্থাপিত হবে সেগুলোর সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে ও তার ওপর ভিত্তি করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আচরণ বিধি লঙ্ঘন প্রতিরোধে নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে তার নিরপেক্ষ বিশ্লেষণমূলক তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। অন্যদিকে কমিশনের গৃহীত পদক্ষেপের পাশাপাশি সরকারের পক্ষ থেকে এসব অভিযোগ আমলে নিয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্তের উদ্যোগ নিতে হবে।	নির্বাচন কমিশন, বিচার বিভাগ

সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৭. **সংসদ সদস্যদের আর্থিক তথ্য প্রকাশ:** প্রতি বছর সংসদ সদস্যদের আর্থিক তথ্য নির্বাচন কমিশনে জমা দিতে হবে, যা নির্বাচন কমিশন জনগণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করবে।	সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল, নির্বাচন কমিশন
৮. **রাজনৈতিক দলের আর্থিক তথ্য প্রকাশ:** প্রতিটি রাজনৈতিক দলের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং দলের আয়, ব্যয় এবং সম্পদের হালনাগাদকৃত তথ্য প্রকাশ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল, নির্বাচন কমিশন
৯. **ডিজিটালাইজেশন:** নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ (ভোটার তালিকা হালনাগাদ, মনোনয়নের জন্য আবেদনপত্র উত্তোলন ও জমা, প্রার্থীর আর্থিক তথ্য যাচাই, নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল ইত্যাদি) ডিজিটালাইজ করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকেও প্রার্থীর মনোনয়ন প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।	নির্বাচন কমিশন, সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল
১০. **দেশি-বিদেশী নির্বাচন পর্যবেক্ষণ:** সুষ্ঠু, নিরাপদ, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আগ্রহী সকল দেশি ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য অবাধ ও সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অনুমোদন প্রক্রিয়ায় যথাযোগ্য সংস্কার করতে হবে।	নির্বাচন কমিশন
১১. **তথ্য সংগ্রহে অবাধ পরিবেশ নিশ্চিত করা:** নির্বাচন পর্যবেক্ষক, গবেষক ও গণ-মাধ্যমের তথ্য সংগ্রহের জন্য অবাধ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচন পর্যবেক্ষক ও সংবাদ-মাধ্যমের জন্য কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণ বা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যাবে না, যেমন নির্বাচনের সময়ে ইন্টারনেটের গতি হ্রাস করা, মোবাইল ফোনের জন্য ফোর-জি ও থ্রি-জি নেটওয়ার্ক বন্ধ রাখা, জরুরি প্রয়োজন ছাড়া মোটরচালিত যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ ইত্যাদি।	নির্বাচন কমিশন

সহায়ক তথ্যসূত্র ও গবেষণা প্রতিবেদন

Transparency International Bangladesh, 'Bangladesh Election Commission: A Diagnostic Study', 2006.

টিআইবি, 'নির্বাচনী প্রক্রিয়া পর্যালোচনা: স্থগিত নবম সংসদ নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের দিন পর্যন্ত প্রার্থীদের নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘনের ওপর একটি বিশ্লেষণ', ২০০৭।

টিআইবি, নবম সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া নিরীক্ষা, ২০১০।

টিআইবি, 'বাংলাদেশে নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা: প্রক্রিয়া ও কাঠামো প্রস্তাবনা', ২০১৩।

টিআইবি, 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল: বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি', ২০১৪।

টিআইবি, 'জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার বিশ্লেষণ: বাংলাদেশ', ২০১৪।

টিআইবি, কার্যকর নির্বাচন কমিশন: অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়, ২০১৪।

টিআইবি, 'ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০১৫: প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ', ২০১৫।

টিআইবি, 'রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে সুশাসন ও শুদ্ধাচার', ২০১৮।

টিআইবি, 'একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা', ২০১৯।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯।
ফোন: +৮৮০২ ৪৮১১৩০৩২-৩৩, ৪৮১১৩০৩৬ । ফ্যাক্স:+৮৮০ ২ ৪৮১১৩১০১

info@ti-bangladesh.org www.ti-bangladesh.org TIBangladesh